২.৪ ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

ফরাসি বিপ্লবের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকীয় দার্শনিকদের ভূমিকা নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বির্তকের শেষ নেই। আগের অধ্যায়ে জ্ঞানদীপ্তি সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতকীয় ফরাসি দার্শনিকদের কথা উল্লেখ করেছি। এই অংশে আমরা অষ্টাদশ শতকীয় জ্ঞানদীপ্তির সঙ্গে ফরাসি বিপ্লবের সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করব। একই সঙ্গে আমরা দেখব পূর্বতন সমাজব্যবস্থায় ফরাসিদের ক্ষোভে ইন্ধন জোগানোর ক্ষেত্রে দার্শনিকরা কতটা কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিলেন। নর্ম্যান হ্যাম্পসন লিখেছেন—জ্ঞানদীপ্ত দার্শনিকরা নতুন কিছু ভাবনা চিন্তা আমদানি করেন, যা ফরাসিদের জাতীয় জীবনের সমস্ত দিক পুনরুজ্জীবিত করেছিল এবং তার চরম পরিণতি ছিল ফরাসি বিপ্লব।

দার্শনিকরা সংস্কারের যে কথা বলেছিলেন, তা কখনো ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং কখনও ছিল অসম্ভব সাহসী ও বলিষ্ঠ। তবে তাঁরা কেউই গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেননি বা অংশ নেননি। তাঁরা তাঁদের লেখনীর জোরে মানুষের ভাবনা চিন্তায় পরিবর্তন আনতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ফরাসি দার্শনিকরা ধর্মীয় অসহনশীলতা ও ক্যাথলিক নিষেধাজ্ঞাকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। ফ্রান্সের যাজক সম্প্রদায় তাঁদের কর্তৃত্বের জন্য পার্থিব শাসক তথা শাসকশ্রেণির ওপর

খুব বেশি নির্ভর করতেন। সে কারণেই দার্শনিকরা চার্চের বিশেষ সুযোগসুবিধা, যাজকদের অবক্ষয় ও অন্ধ অনুশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ করেছিলেন। দার্শনিকরা জ্ঞানদীপ্তির মৌলিক ধ্যানধারণাগুলির প্রতি সহমত পোষণ করলেও তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল বিস্তর। ধর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও প্রচুর পার্থক্য ছিল। ভলটেয়ার, মন্টেস্কু এবং রুশো যৌক্তিক একেশ্বরবাদী (Deist) ছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু মানবজীবনের ওপর তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব নেই। ভলটেয়ারের বিখ্যাত মন্তব্য ছিল—ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি নাও থাকত, তবে তাঁকে আবিষ্কার করতে হত (If God did not exist, He would have to be invented)। অন্যদিকে ডিডেরো, জ্ঞানদীপ্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, ছিলেন নাস্তিক। মন্টেস্কু, ভলটেয়ার, ডিডেরো এবং রুশো—এই চারজন মহান অষ্টাদশ শতকীয় ফরাসি দার্শনিক তাদের অনন্যসাধারণ চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে জগতকে আলোকিত করেছিলেন এবং সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতিতে অসামান্য প্রভাব ফেলেছিলেন। কেবলমাত্র সমসাময়িক কালেই নয়, পরবর্তী প্রজন্মের ক্ষেত্রেও তাঁদের দর্শনের সুগভীর প্রভাব লক্ষ করা গিয়েছিল।

ফ্রান্সের সাহিত্যে ও জনজীবনে সাম্যবাদী আদর্শের প্রতিফলন ছিল স্পষ্ট। জ্ঞানদীপ্তির যুগের উপরোক্ত মননশীল ব্যক্তিত্বরা সমাজের উচ্চবর্গের মানুষের বিলাসবহুল জীবন এবং সামাজিক কৌলীন্যের অন্যায় দাবিগুলিকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছিলেন। তাঁরা সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য "কার্যকর জ্ঞান" (Useful knowledge)-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁরা সমাজের প্রভাবশালী মানুষের সমর্থন বা পৃষ্ঠপোষকতার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন না। যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাঁরা তাঁদের বক্তব্য প্রচার করেছিলেন। তাঁরা সকলেই প্রবলভাবে বিশ্বাস করতেন যে, সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষেরই জনমতের দরবারে অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে। রাজার স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা থেকে শুরু করে সামাজিক বৈষম্য—এ সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধেই তাঁরা আক্রমণ চালিয়েছিলেন।

মন্টেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫) ছিলেন জ্ঞানদীপ্তির আদর্শের অন্যতম উজ্জ্বল প্রবক্তা। তিনি বোর্দো থেকে প্যারিসে যান এবং কিছুদিনের মধ্যেই *Persian Letters* প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে মন্টেস্কুর বক্তব্য ছিল—প্রকৃতির বিচারের একটি সর্বজনীন মান রয়েছে এবং তা স্থানকাল নির্বিশেষে সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ; ইসলামিক পারস্য বা খ্রিস্টান ফ্রান্সে তার প্রভাব একই রকম। এই গ্রন্থে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালানো হয়েছিল। মন্টেস্কুর স্থির বিশ্বাস ছিল, দাসব্যবস্থা একটি

স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থারই সম্প্রসারণ এবং দাসপ্রথা প্রাকৃতিক আইনের পরিপন্থী। দাসপ্রথার অস্তিত্ব স্বাধীনতার ধারণাকেই নাকচ করে দেয়।

মন্টেস্কু রচিত *The Spirit of Laws* প্রকাশিত হয় ১৭৪৮ সালে। জ্ঞানদীপ্তির আলোচনায় এটি একটি অসামান্য সাহিত্যকর্ম হিসাবে স্বীকৃত। এই গ্রন্থে তিনি রাষ্ট্রব্যবস্থার সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের নীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের ওপর তাঁর আস্থা ছিল অটল। তিনি মনে করতেন আইনও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের ঊর্ধ্বে নয়। ১৭২৯ সালে মন্টেস্কু দু'বছরের জন্য ইংল্যান্ডে যান। ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তিনি প্রশংসা করেছিলেন। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট বা আইনসভা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। মন্টেস্কুর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, ইংরেজ পার্লামেন্টই সপ্তদশ শতকের গৃহযুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডকে স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র উভয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। তাঁর কাছে প্রজাতন্ত্র ছিল বিশৃঙ্খলার সমার্থক। তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি না মেনে চলার জন্যই ফ্রান্সের রাজতন্ত্র ক্রমশ স্বৈরাচারী হয়ে উঠছে। তিনি দাবি করেন যে, ইংল্যান্ডে তিনি ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতির প্রয়োগ দেখেছিলেন। বিচারব্যবস্থা, আইনসভা ও শাসনবিভাগের ক্ষমতা পৃথক করলেই রাজতান্ত্রিক স্বৈরাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। মন্টেস্কু দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করতেন, রাজার সার্বভৌম ক্ষমতার আধার ঈশ্বর নন, জনগণ।

অষ্টাদশ শতকীয় ফরাসি দার্শনিকদের মধ্যে অনন্যসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন ভলটেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮)। ফরাসি দার্শনিকদের মধ্যে ভলটেয়ার ছিলেন সবচেয়ে বেশি পঠিত, সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত এবং সবচেয়ে খ্যাতিমান এক লেখক। অসামান্য মেধা ও রসবোধের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর ব্যঙ্গাত্মক রচনা সে যুগে সার্বিক ভাবেই প্রশংসিত হয়েছিল। খ্রিস্টান চার্চকে তিনি তাঁর শ্লেষাত্মক রচনার মাধ্যমে তীব্র কশাঘাত করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ফ্রান্সের উন্নয়নের যাবতীয় পথ রুদ্ধ করে রেখেছে চার্চের প্রতিষ্ঠান। চার্চ কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষারও কঠোর সমালোচক ছিলেন তিনি। ভলটেয়ারের বিতর্কিত গ্রন্থ *Philosophical Dictionary* প্রকাশিত হয় ১৭৬৪ সালে। চার্চ থেকে শুরু করে প্যারিসের পার্লামেন্ট সকলেই এই বিতর্কিত গ্রন্থের সমালোচনায় মুখর হয়েছিল। একজন যৌক্তিক একেশ্বরবাদী হিসাবে ভলটেয়ার বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ; কিন্তু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হয় কতগুলি বৈজ্ঞানিক নিয়মের দ্বারা।

ভলটেয়ার একাধারে ছিলেন দার্শনিক কবি ও নাট্যকার। ভলটেয়ার রচিত প্রখ্যাত গ্রন্থ *কাঁদিদ (Candide)* প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৫৯ সালে। *কাঁদিদ*

(Candide) গ্রন্থটি ছিল ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এক তীব্র আক্রমণ। এখানে ভলটেয়ার ঈশ্বরের ভালোত্ব এবং পার্থিব খারাপের মধ্যে স্ববিরোধিতা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। ১৭৫৫ সালের লিসবনে বিধ্বংসী ভূমিকম্পের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটিয়েছে। ঈশ্বর একান্তই যদি ভালো এবং সর্বশক্তিমান হন, তবে তিনি এই মারাত্মক বিপর্যয় ঘটতে দিলেন কেন? ভলটেয়ার বিশ্বাস করতেন যে, মানবজীবনে ধর্মের প্রয়োজন আছে, কারণ ধর্ম মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার করে। তবে মানুষের ক্ষমতা ও কার্যাবলির ওপর ভলটেয়ারের অসীম আস্থা ছিল এবং এই আস্থা থেকেই তিনি আত্মবিশ্বাসী এবং প্রবল আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। ১৭৬৪ সালে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—চতুর্দিকে বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে আছে এবং তা নিশ্চিত ভাবেই আসবে। আমার বয়ঃকনিষ্ঠরা ভাগ্যবান কারণ তাঁরা বিরাট জিনিস দেখতে পাবে (Everything I see scatters the seeds of a revolution which will definitely come. Lucky are the young, for they will see great things.)।

ডেনিস ডিডেরো (১৭১৩-১৭৮৪) ছিলেন ফরাসি জ্ঞানদীপ্তির এক শক্তিমান প্রবক্তা। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন নারীদের কেন পুরুষদের চেয়ে নিকৃষ্ট হিসাবে দেখা হবে? তাঁর মতে নারীদের অধিকার খর্বকারী আইনগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী।

ডিডেরো প্রায় ২৫ বছর ধরে *বিশ্বকোষ (Encyclopedia)* রচনা করেছিলেন। এই বিশ্বকোষ জ্ঞানদীপ্তির যুগে ফরাসি মননের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী অবদান হিসাবে স্বীকৃত। তাঁর এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সমসাময়িক প্রখ্যাত পণ্ডিত ডি' অ্যালেমবার্ট-এর কাছ থেকে মূল্যবান সহযোগিতা পেয়েছিলেন। বিশ্বকোষ রচনার মধ্য দিয়ে ডিডেরো প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন জ্ঞান সর্বোত্তম এবং যুক্তিনির্ভর এবং তা সর্বদাই প্রাকৃতিক নিয়মকে অনুসরণ করে। তাঁর বলিষ্ঠ বিশ্বাস ছিল যে কোনো কিছুই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। সমসাময়িক নানা পণ্ডিত তাঁদের লেখার মাধ্যমে বিশ্বকোষকে সমৃদ্ধিশালী করেছিলেন। ডিডেরোর মতে তাঁদেরও উদ্দেশ্য ছিল গতানুগতিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন নিয়ে আসা এবং ফরাসি মননকে গৌরবান্বিত করা। বিশ্বকোষের মধ্যে রাজকীয় কর্তৃত্ব বিরোধী বক্তব্য অন্তর্নিহিত ছিল। রুশো এবং হলব্যাখ্ তাঁদের রচনায় প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার এবং এমনকি লোকায়ত সার্বভৌমত্বের কথা তুলে ধরেছিলেন। ফলে বিশ্বকোষের বেশ কিছু খণ্ডই ফরাসি রাজতন্ত্রের নিষেধাজ্ঞার শিকার হয়েছিল।

ফরাসি জ্ঞানদীপ্তির আর এক কালজয়ী প্রতিনিধি দার্শনিক জাঁ জ্যাক্স রুশো (১৭১২-১৭৭৮)। তিনি ছিলেন এক ঘড়ি নির্মাতার পুত্র। তিনি সমসাময়িক সামাজিক ব্যবস্থার এক তিক্ত সমালোচক ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—*Discourse on the Origin of Inequality* প্রকাশিত হয় ১৭৫৫ সালে। এই গ্রন্থে তিনি বলিষ্ঠ যুক্তির মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন যে, সমস্ত মানবসমাজই দুর্নীতিগ্রস্ত, কারণ সেখানে একে অপরের ওপর প্রভুত্ব করতে চায়। এমনকি ফ্রান্সের মতো অগ্রসর সমাজেও মানুষের প্রকৃতি নষ্ট করে দিয়েছে তার অহংকার ও স্বার্থপরতা। ১৭৬২ সালে প্রকাশিত *Discourses on the Arts and the Science* গ্রন্থে রুশো লিখেছিলেন যে, সভ্যতার অগ্রগতি মানুষের স্বাভাবিক ভালোত্বকে নষ্ট করেছে; আর এটাই রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার মৌলিক নীতি। রুশো আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধির প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও তীব্র প্রয়াস সমাজে সম্পদের বৈষম্য বাড়িয়ে তোলে, আর সেটাই মানবসমাজের সমস্ত খারাপের উৎস।

১৭৬২ সালেই প্রকাশিত হয় রুশোর বিখ্যাত গ্রন্থ *Social Contract*। এই গ্রন্থে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী হন। তা হল মানুষ তার ব্যক্তিস্বাধীনতা বিসর্জন না দিয়েও কীভাবে সমাজে সংঘবদ্ধভাবে সুরক্ষা ও ন্যায় নিশ্চিত করতে পারে। রুশো কল্পনা করেছিলেন যে, এমন একটি 'সামাজিক চুক্তি' (Social contract) সম্পাদিত হবে, যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার স্বাভাবিক অধিকার 'সাধারণের ইচ্ছা'র (General will) কাছে সমর্পণ করবেন। রুশোর কাছে 'সাধারণের ইচ্ছা' ছিল সমান রাজনৈতিক অধিকার ভোগকারী নাগরিকদের মধ্যে ঐকমত্য। ঐকমত্য ও সম্মতির মাধ্যমে নাগরিকরা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারবেন, কারণ তাঁরা তখন অন্য নাগরিকদের দ্বারা শাসিত হবেন, ক্ষমতালোভী ও সম্প্রসারণবাদী বংশানুক্রমিক শাসকদের দ্বারা নয়। জ্ঞানদীপ্তির যুগের চিন্তানায়কদের মধ্যে রুশো অবশ্যই ছিলেন ব্যতিক্রম, কারণ তিনি প্রজাতন্ত্রের কাছাকাছি একটি ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন।

Social Contract গ্রন্থে রুশো লিখেছিলেন—"মানুষ জন্মগত স্বাধীন এবং সর্বত্রই সে শৃঙ্খলে আবদ্ধ (Man is born free and everywhere is in chains) পরবর্তীকালে থমাস পেইন থেকে কার্ল মার্কস সমস্ত বিপ্লবীর কণ্ঠেই এই বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটেছিল। রুশো বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থাই শোষণ ও নিপীড়নের সার্বজনীন প্রবণতার পথ রুদ্ধ করতে পারে। ১৭৮৯-এর আগে ফরাসি রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার

ক্ষেত্রে রুশোর প্রভাব মূল্যায়ন করা কঠিন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকারের ঘোষণাপত্রের (Declaration of the Rights of Man and Citizen) মতো বিপ্লবী দলিল অবশ্যই রুশোর চিন্তার কাছে ঋণী। তাছাড়া আবে সিয়ে থেকে রোব্‌স্‌পিয়ার পর্যন্ত ফরাসি বিপ্লবের বহু নেতার লেখায় ও বক্তৃতায় রুশোর রাষ্ট্রচিন্তার প্রভাব ছিল স্পষ্ট।

রাজনৈতিক চিন্তার বাইরে সমসাময়িক অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রেও জ্ঞানদীপ্তি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিল। সপ্তদশ শতকে ও অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় অর্থনৈতিক তত্ত্বের মূল ভিত্তি ছিল মার্কেন্টাইলবাদ (Mercantilism)। মার্কেন্টাইলবাদী তত্ত্ব সংরক্ষণবাদী অর্থনীতিকে সমর্থন করত। কিন্তু নতুন প্রজন্মের অর্থনীতিবিদরা মার্কেন্টাইলবাদী তত্ত্বকে খারিজ করে ধ্রুপদী অর্থনৈতিক উদারবাদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। স্কটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০) তাঁর *Wealth of Nations* (১৭৭৬) গ্রন্থে মার্কেন্টাইলবাদকে ও রাষ্ট্রের সংরক্ষণবাদী নীতিকে কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি যাবতীয় বাধানিষেধ থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত করার কথা বলেন। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে তিনি ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী ছিলেন এবং মুক্ত বাজার প্রতিযোগিতা ও অবাধ বাণিজ্যকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। অ্যাডাম স্মিথ পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা Laissez-faire নামে পরিচিত।

সমকালীন ফ্রান্সে একদল অর্থনৈতিক চিন্তাবিদও একই ধরনের অর্থনীতির কথা বলেছিলেন। তাঁদের বলা হত ফিজিওক্র্যাট অর্থনীতিবিদ। ফিজিওক্র্যাট চিন্তাবিদরা প্রচার করেছিলেন, সম্পদের উৎস সোনা বা রূপা নয়; একমাত্র জমিই সম্পদের উৎস। তাঁরা কৃষিতে ও কৃষিপণ্যের বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের তীব্র বিরোধী ছিলেন। ফ্রান্সে ফিজিওক্র্যাট চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন ফ্রাঙ্কোয়েস কুইস্‌নে (১৬৯৪-১৭৭৪)। তিনি রাজতন্ত্রের কাছে খাদ্যশস্য বাণিজ্য মুক্ত করার দাবি জানিয়েছিলেন। ফরাসি সরকার অনেক সময় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে দ্রব্যমূল্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করত। এই নীতির তীব্র বিরোধী ছিলেন কুইস্‌নে। ফিজিওক্র্যাটিক মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ষোড়শ লুই এর অর্থমন্ত্রী তুর্গো ১৭৭০-এর দশকের গোড়ায় খাদ্যশস্যের অবাধ বাণিজ্য নীতি ঘোষণা করেছিলেন। খারাপ ফলনের সঙ্গে মজুতদারি যুক্ত হবার ফলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফ্রান্সের নানা স্থানে খাদ্য দাঙ্গা দেখা দিল। তখন ফরাসি সরকার পুনরায় পণ্য মূল্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে বাধ্য হয়। তথাপি একথা অস্বীকার করা যায় না যে, অর্থনৈতি· ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের

তীব্র বিরোধিতা করে ফিজিওক্র্যাট চিন্তাবিদরা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে আক্রমণ করেছিলেন।

এখন যে মূল্যবান প্রশ্নটি উঠে আসে, তা হল—অষ্টাদশ শতকীয় ফরাসি দার্শনিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাবিদদের অবদান কি কোনোভাবে ফরাসি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল? একই সঙ্গে আমাদের বুঝতে হবে কোন্‌টা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল—দার্শনিকদের লেখা না একটি যথার্থ বিপ্লবী পরিস্থিতি?

সমসাময়িক ইংরেজ দার্শনিক এডমন্ড বার্ক তাঁর ফরাসি বিপ্লব সংক্রান্ত আলোচনায় মত দিয়েছেন বিপ্লব ছিল একদল শিক্ষিত মানুষ ও দার্শনিকের কুচক্রান্তের অনিবার্য পরিণতি। তাঁর মতে ফরাসি বিপ্লব ছিল হাতে গোনা কিছু বুদ্ধিজীবীর ষড়যন্ত্রের ফসল। এই 'ষড়যন্ত্র' তত্ত্বের আরও বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন আবে বারুয়েল। অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সে স্থিতাবস্থা ভেঙে দিয়ে একটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য তিনি দার্শনিকদের দায়ী করেছিলেন। কিন্তু আবে বারুয়েলের বক্তব্যের বিরোধিতা করে মুনিয়ের বলেছেন—দার্শনিকদের 'ষড়যন্ত্র' ফ্রান্সে পূর্বতন ব্যবস্থার অবসান ঘটায়নি। তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে প্রশাসনিক অদক্ষতা যুক্ত হয়ে পূর্বতন ব্যবস্থার মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়েছিল।

১৮৪০-এর দশকের এক অসামান্য ঐতিহাসিক জুলে মিশেল বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর কাছে ফরাসি বিপ্লব ছিল রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের নিষ্ঠুরতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনতার (The people) এক স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান। তবে তিনি দার্শনিকদের অবদানকেও ছোটো করে দেখাননি, কারণ দার্শনিকরাই মানুষকে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সচেতন করেছিলেন। জর্জ রুদে লিখেছেন—মিশেলের মতে ফরাসি বিপ্লব ছিল দারিদ্র্য ও শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ও ক্রুদ্ধ অভিব্যক্তি এবং আজ পর্যন্ত সম্ভবত এটিই সবচেয়ে প্রভাবশালী বিশ্লেষণ (Michelet's view of the Revolution as a spontaneous angry outburst of a whole people against poverty and opperssion, has until recent times, probably been more influential than any other.)।

তক্‌ভিল মনে করেন—সরকারি দোষ ত্রুটি তৎকালীন ফ্রান্সে এক রাজনৈতিক বিরোধিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। কিন্তু এই রাজনৈতিক বিরোধিতার প্রাথমিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। তখন সরকার বিরোধীরা হাতে কলম তুলে নেন এবং ক্রমে নেতৃত্বে উঠে আসেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল—দেশের যাবতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত করার বিষয়ে তক্‌ভিলও এডমন্ড বার্কের অনুসরণে দার্শনিকদের

তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তক্‌ভিলের কাছে বিপ্লব কোনো চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র ছিল না। তিনি দেখিয়েছেন, বৈষম্য ও অপশাসনের এক বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া।

ডেভিড থমসন কিন্তু ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদানকে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেননি। তাঁর মতে দার্শনিকরা মানুষকে প্রস্তুত করেছিলেন মাত্র। প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁরা পূর্বতন ব্যবস্থার গোটা ভিত্তিটাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছিলেন। ডেভিড থমসন লিখেছেন—১৭৮৯-এর ফ্রান্সে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল "বিপ্লবী পরিস্থিতি" (Revolutionary situation) এবং এই পরিস্থিতি তৈরি করার ক্ষেত্রে দার্শনিকরা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেননি।

মার্কসবাদী ঐতিহাসিক অ্যালবার্ট সবুল কিন্তু জ্ঞানদীপ্ত দার্শনিকদের ভূমিকাকে গুরুত্বহীন বলে মনে করেননি। সবুলের মতে জ্ঞানদীপ্তি ছিল একান্তই বুর্জোয়া শ্রেণির মতাদর্শ। সমাজের আর্থিক ভিত্তি পরিবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মতাদর্শের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছিল। সবুল লিখেছেন—"বিপ্লবের বৌদ্ধিক উৎস সন্ধান করতে হবে সে সমস্ত দার্শনিক ভাবাদর্শের মধ্যে, যেগুলি মধ্যবিত্ত শ্রেণি সপ্তদশ শতক থেকেই প্রচার করে এসেছিলেন" (The intellectual origins of the Revolution are to be found in the philosophical ideals which the middle classes had been propounding since the 17th century.)।

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদানের এক অসামান্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঐতিহাসিক জর্জ রুদে। তাঁর মতে অর্থনৈতিক দুরবস্থা, সামাজিক অসন্তোষ এবং রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাজনিত হতাশা ইত্যাদি একক ভাবে বিপ্লব ঘটাতে পারত না। বিভিন্ন ভাবধারাকে একীকরণের প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল আশা এবং প্রতিবাদের একটি সাধারণ ভাষা তৈরি করার। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ জড়িত বিবিধ সামাজিক শ্রেণির অসন্তোষ ও হতাশাকে এক সূত্রে গেঁথে ফেলার জন্য একটি 'বিপ্লবী মনস্তত্ত্ব' তৈরিরও দরকার ছিল। রুদের মতে, এই অত্যাবশ্যক দায়িত্বগুলি পালন করেছিলেন অষ্টাদশ শতকীয় ফরাসি দার্শনিকরা। রুদে লিখেছিলেন—আমাদের সময়ে বিপ্লবে মতাদর্শগত ভিত্তি স্থাপন করে রাজনৈতিক দলগুলি। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সে এ ধরনের কোনো রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল না। সে ক্ষেত্রে বলা যায়, জ্ঞানদীপ্ত লেখকেরা বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভাবে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। রুদেকে অনুসরণ করে বলা যায়—অষ্টাদশ শতকীয় দার্শনিকরা পূর্বতন ব্যবস্থার মতাদর্শগত সমর্থন দুর্বল করে দিয়েছিলেন।